বন্দী আইন, ১৯০০

সূচিপত্র

অংশ ১

প্রাথমিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ

২। সংজ্ঞা

অংশ ২

সাধারণ

৩। কারাগারসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাহাদের প্রহরায় যথাযথভাবে সোপর্দকৃত ব্যক্তিগণকে আটক রাখিবেন

৪। কারাগারসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ রীট, প্রভৃতি, কার্যকর করিবার পর বা খালাস প্রদানের পর উহা ফেরত প্রদান করিবেন

অংশ ৩- *[বিলুপ্ত]*

অংশ ৪

দন্ডসমূহ কার্যকরকরণ

১৪। এই অংশে কারাগার, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যায় সংশোধনাগারও (reformatory school) অন্তর্ভুক্ত হইবে

১৫। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কতিপয় আদালতের দন্ড কার্যকর করিবার ক্ষমতা

১৬। অনুরূপ আদালতের কর্মকর্তার ওয়ারেন্ট যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইবে

১৭। এই অংশের অধীন কার্যকর করিবার জন্য প্রেরিত ওয়ারেন্টের বৈধতা সম্পর্কে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সন্দেহ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি

১৮। বাংলাদেশের মধ্যে, ইত্যাদিতে সাধারণত কার্যকর যোগ্য নয় এমন কতিপয় মৃত্যুদন্ড কার্যকরকরণ

অংশ ৫-[*বিলুপ্ত*]

অংশ ৬

বন্দীদের স্থানান্তর

২৮। এই অংশে কারাগার, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যায় সংশোধনাগারও অন্তর্ভুক্ত হইবে

২৯। বন্দীদের স্থানান্তর

৩০। উন্মাদ বন্দীদেরকে কিভাবে আচরণ করিতে হইবে

৩১। [*বিলুপ্ত*]

অংশ ৭

দ্বিপান্তর দন্ডাদেশাধীন বন্দী

৩২। দ্বীপান্তরের দন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দীদের আটক রাখিবার স্থান নির্ধারণ এবং সেই স্থানে স্থানান্তর

অংশ ৮

বন্দীদের খালাস

৩৩। ক্ষমা করিবার সুপারিশকৃত বন্দীকে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে ব্যক্তিগত মুচলেকার মাধ্যমে মুক্তি প্রদান

অংশ ৯

বন্দীদের হাজিরা এবং তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনের বিধান

বন্দীদের আদালতে হাজিরা

৩৪। এই অংশে কারাগার, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যায় সংশোধনাগারও অন্তর্ভুক্ত হইবে

৩৫। সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজনে বন্দীকে হাজির করিবার দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা

৩৬। জেলা জজ ৩৫ ধারার অধীন প্রদত্ত কতিপয় আদেশ প্রতিস্বাক্ষর করিবে

৩৭। সাক্ষ্য প্রদান বা অভিযোগের জবাব প্রদানের জন্য বন্দীকে হাজির করিবার ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতা

৩৮। ব্যক্তি যেখানে আটক রহিয়াছে সেই জেলা বা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে আদেশ প্রেরণ করিতে হইবে

৩৯। একশত মাইলের বেশি দূরে আটক ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য স্থানান্তরের পদ্ধতি

৪০। হাইকোর্ট বিভাগের আপিল এখতিয়ারের বাহিরে আটক ব্যক্তি

৪১। বন্দীকে হাজির করিতে হইবে

৪২। সরকার কর্তৃক এই অধ্যায়ের কার্যকরতা হইতে কতিপয় বন্দীকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

৪৩। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যখন আদেশ প্রতিপালনে বিরত থাকিতে হইবে

বন্দীদের জবাববন্দীর জন্য কমিশন

৪৪। বন্দীদের জবাববন্দীর জন্য কমিশন

৪৫। হাইকোর্ট বিভাগের আপিল এখতিয়ার বর্হিভূত অধিক্ষেত্রে বন্দীদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য কমিশন

৪৬। কমিশন যে ভাবে পরিচালিত হইবে

বন্দীদের নিকট কমিশন সমন জারি

৪৭। বন্দীদের নিকট কিভাবে সমন জারি করিতে হইবে

৪৮। বন্দীর অনুরোধে জারিকৃত সমন অগ্রগামী করণ

বিবিধ

৪৯। [*বিলুপ্ত*]

৫০। খরচ জমা প্রদান

৫১। এই অংশের অধীন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৫২। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য করিবার ঘোষণা প্রদানের ক্ষমতা

৫৩। [*বিলুপ্ত*]

প্রথম তফসিল

দ্বিতীয় তফসিল

তৃতীয় তফসিল - [*বিলুপ্ত*]

বন্দী আইন, ১৯০০

১৯০০ সালের ৩ নম্বর আইন

[২ *ফেব্রুয়ারি১৯০০*]

আদালতের আদেশে বন্দীদের আটক রাখা সংক্রান্ত আইন সংহতকরণের নিমিত্ত প্রণীত আইন। ♣

যেহেতু আদালতের আদেশে বন্দীদের আটক সংক্রান্ত আইন সংহতকরণ করা সমীচীন;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অংশ ১

প্রাথমিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই আইন বন্দী আইন, ১৯০০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "আদালত"অর্থে [১][***] আইনসঙ্গতভাবে দেওয়ানি, ফৌজদারি বা রাজস্ব এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং

(খ) "কারাগার"অর্থে সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সাবসিডিয়ারী কারাগার হিসাবে ঘোষিত কোনো স্থান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অংশ ২

সাধারণ

৩। কারাগারসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাহাদের প্রহরায় যথাযথভাবে সোপর্দকৃত ব্যক্তিগণকে আটক রাখিবেন।-কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রীট, ওয়ারেন্ট বা আদেশ দ্বারা যথাযথভাবে সোপর্দকৃত সকল ব্যক্তিকে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার তত্ত্বাবধানে, এই আইনের অধীন বা অন্যভাবে, গ্রহণ করিবেন এবং আটক রাখিবেন বা যতক্ষণ না পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি আইনের যথাযথ প্রয়োগে খালাস বা স্থানান্তরিত না হন।

৪। কারাগারসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ রীট, প্রভৃতি, কার্যকর করিবার পর বা খালাস প্রদানের পর উহা ফেরত প্রদান করিবেন।- কোনো কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিচারের জন্য সোপর্দকরণের ওয়ারেন্ট ব্যতীত, পূর্বে বর্ণিত অনুরূপ প্রত্যেক রীট, আদেশ বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার পর বা সোপর্দকৃত ব্যক্তিকে খালাস প্রদানের পর তাহা কিভাবে কার্যকর করা হইয়াছে, বা কেন কার্যকর করিবার পূর্বে সোপর্দকৃত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করা হইয়াছে, উল্লেখপূর্বক তাহার স্বাক্ষরিত একটি সার্টিফিকেটসহ, অবিলম্বে, সেই আদালতে ফেরত প্রদান করিবেন, যে আদালত কর্তৃক তাহা জারি করা হইয়াছিল।

♣এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, "পাকিস্তান" বা "প্রদেশগুলি" বা "প্রদেশ", "প্রাদেশিক সরকার" বা "কেন্দ্রীয় সরকার" এবং "কোনো হাইকোর্ট"বা "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "বাংলাদেশ", "সরকার" এবং "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১] "কোনো শবপরীক্ষক এবং" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

অংশ ৩

[কেন্দ্রীয় আইন ও অধ্যাদেশসমূহ অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৯ দ্বারা বিলুপ্ত।]

অংশ ৪

দন্ডসমূহ কার্যকরকরণ

১৪। এই অংশে কারাগার, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যায় সংশোধনাগারও (reformatory school) অন্তর্ভুক্ত হইবে।— এই **অংশে** কারাগার বা কারাবাস বা অন্তরীণ রাখিবার সকল বরাতের ব্যাখ্যা হিসাবে সংশোধনাগার বা সেখানে আটক রাখাকেও বুঝাইবে।

১৫। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কতিপয় আদালতের দন্ড কার্যকর করিবার ক্ষমতা।- (১) কারাগারসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখিবার জন্য কোনো দন্ড বা আদেশ বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে পারিবেন, যাহা প্রদত্ত বা ইস্যু করা হইয়াছে-

(ক) সরকারের সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্বাধীনে [1][***] কার্যরত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক, [2][বা কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যাহা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের ভূখন্ডে কার্যরত কোনো সরকারের সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্বাধীনে কার্যরত ছিল]।

[3] [***]

(২) [*উপ-ধারা (২)* বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বিলুপ্ত।]

১৬। অনুরূপ আদালতের কর্মকর্তার ওয়ারেন্ট যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইবে।—ধারা ১৫ এ বর্ণিত অনুরূপ আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তার অফিসিয়াল স্বাক্ষরকৃত ওয়ারেন্ট কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখিবার জন্য বা কোনো ব্যক্তিকে তাহার উপর আরোপিত দন্ড মোতাবেক দ্বীপান্তরে প্রেরণের জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইবে।

১৭। এই অংশের অধীন কার্যকর করিবার জন্য প্রেরিত ওয়ারেন্টের বৈধতা সম্পর্কে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সন্দেহ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এই অংশের অধীন কার্যকর করিবার জন্য প্রেরিত কোনো ওয়ারেন্ট বা আদেশের বৈধতা সম্পর্কে বা যে কর্মকর্তার সীল বা স্বাক্ষরে দন্ডাদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং ওয়ারেন্ট বা আদেশ জারি হইয়াছে, উহার উপযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ হয়, সেই ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি সরকারের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন, উক্ত বিষয়ের উপর প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে তিনি এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারীগণ বন্দীর ভবিষ্যৎ নিষ্পত্তি করিবেন।

---

[1]", প্রদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে" কমা ও শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[2]"বা কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় কার্যরত কোনো সরকারের সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্বে কার্যরত ছিল" শব্দগুলি, কমাগুলি এবং সংখ্যা "বা কোনো প্রাদেশিক সরকার, বা বার্মা সরকার বা কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যা ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের তেইশ তারিখের আগে ছিল, মহামহিমের (Her Majesty) সাধারণ বা বিশেষ কর্তৃত্বের অধীনে বা ক্রাউন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়াছিল" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[3]দফা (খ), (গ) এবং শর্তাংশ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারের নিকট প্রেরিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকা পর্যন্ত, বন্দী ওয়ারেন্ট বা আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং বাধা নিষেধ বা নিবৃত্তির (mitigation) আওতায় আটক থাকিবে।

১৮। বাংলাদেশ, ইত্যাদিতে সাধারণত কার্যকর যোগ্য নয় এমন কতিপয় মৃত্যুদন্ড কার্যকরকরণ।- যেক্ষেত্রে সরকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া স্থাপিত কোনো আদালত, বাংলাদেশের ভূখন্ড সীমার অভ্যন্তরে বা বাহিরে, উক্ত ভূখন্ডে সরকারের যে এখতিয়ার রহিয়াছে তাহা প্রয়োগ করিয়া—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করিয়াছে, এবং,

(খ) ঐ ভূখন্ডের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখিবার নিরাপদ স্থান নাই বা শোভনীয় এবং মানবিক উপায়ে দন্ড কার্যকর করিবার সুবিধাদি না থাকায় অনুরূপ দন্ড বাংলাদেশে কার্যকর করা যাইতে পারে মনে করিয়া ওয়ারেন্ট বাংলাদেশের কোনো কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জারি করে,

সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মকর্তা, ওয়ারেন্ট প্রাপ্তির পর, ওয়ারেন্টটি যেন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৩৮১ এর অধীন যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করিয়া উহাতে বর্ণিত স্থানে অনুরূপ উপায়ে ও শর্ত সাপেক্ষে দন্ড কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পূর্বে বর্ণিত উক্ত ওয়ারেন্টের অধীন দন্ড কার্যকর করিবে উহা [1][***] সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে কার্যকর হইবে।

(৩) কোনো আদালত, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালত বলিয়া গণ্য হইবে যদি সভাপতিত্বকারী বিচারক, বা যদি আদালত দুই বা ততোধিক বিচারক সমন্বয়ে গঠিত হয়, কমপক্ষে একজন বিচারক সরকারের একজন কর্মকর্তা হন যিনি [2][***] সরকার কর্তৃক অনুরূপ বিচার কাজের ক্ষমতা প্রাপ্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোনো ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারিকৃত প্রত্যেকটি ওয়ারেন্ট, যদি ট্রাইব্যুনালটি একজনের অধিক সংখ্যক বিচারক সমন্বয়ে গঠিত হয়, এমন একজন বিচারক দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে, যিনি সরকার কর্তৃক পূর্বে বর্ণিতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা হন।

অংশ ৫

[*ক্রিমিনাল ল'(বৈষম্যমূলক বিশেষাধিকার বিলোপ) আইন, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের ২ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত***]**

অংশ ৬

বন্দীদের স্থানান্তর

২৮। এই অংশে কারাগার, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যায় সংশোধনাগারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।- এই **অংশে**, কারাগার বা কারাবাস বা অন্তরীণ রাখা, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যা হিসাবে সংশোধনাগার বা উহাতে আটক রাখাকেও বুঝাইবে।

২৯। বন্দীদের স্থানান্তর।- (১) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো কারাগারে,

(ক) মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দী, বা

(খ) কারাদন্ড বা দ্বীপান্তর দন্ডপ্রাপ্ত, বা

---

[1]"প্রত্যেক প্রদেশে" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[2]"কোনো যোগদানকারী রাষ্ট্র বা উহার শাসক বা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(গ) অর্থদন্ড প্রদানের ব্যর্থতার জন্য, বা

(ঘ) শান্তিরক্ষার জন্য বা সদাচরণের জন্য মুচলেকা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য,

আটক যে কোনো বন্দীকে বাংলাদেশের অন্য যে কোনো কারাগারে [1][***] স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) সরকারের আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, কারা মহা পরিদর্শক, অনুরূপ উপায়ে, বাংলাদেশের কোনো কারাগারে পূর্বে বর্ণিত আটক কোনো বন্দীকে বাংলাদেশের অপর কোনো কারাগারে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৩) *[উপ-ধারা (৩)* বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৩০। কিভাবে উন্মাদ বন্দীদের সহিত আচরণ করিতে হইবে।- (১) যখন সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো আদালতের আদেশ বা দন্ডাদেশ দ্বারা আটক বা অন্তরীণ কোনো ব্যক্তি মানসিক বিকারগ্রস্ত, সরকার উক্ত ব্যক্তির মানসিক বিকারগ্রস্ততার বিষয়ে ওয়ারেন্টে উল্লেখ করিয়া তাহাকে উন্মাদ আশ্রয় কেন্দ্র বা বাংলাদেশের অন্য কোথাও নিরাপদ হেফাজতে স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, সেখানে তাহাকে আটক রাখা হইবে, এবং দন্ডাদেশ মোতাবেক অবশিষ্ট সাজার মেয়াদ পর্যন্ত সরকারের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা করা হইবে, কিংবা, সাজার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলেও, মেডিকেল অফিসার যদি সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে, বন্দী বা অন্যদের নিরাপত্তার জন্য তাহাকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পুনরায় আটক রাখা প্রয়োজন, অত:পর আইন মোতাবেক খালাস প্রদান না করা পর্যন্ত তাহাকে সেখানে রাখা হইবে।

(২) যখন সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বন্দী মানসিক সুস্থতা অর্জন করিয়াছে, যদি বন্দী হিসাবে এখনও তাহাকে আটক রাখিবার দায় থাকে, তাহা হইলে সরকার কারাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ওয়ারেন্টমূলে, যে কারাগার হইতে তাহাকে স্থানান্তর করা হইয়াছিল সেই কারাগারে, বা বাংলাদেশের অন্য কোনো কারাগারে পুনরায় তাহাকে আটক রাখিবার জন্য, বা যদি আটক রাখিবার কোনো দায় না থাকে তবে, তাহাকে খালাসের জন্য, আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন উন্মাদ আশ্রয় কেন্দ্রে আটক সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে আটকের বা কারাদন্ডের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ার পর, [2][উন্মাদ আইন, ১৯১২] এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে; এবং যে সময় বন্দী উন্মাদ আশ্রয় কেন্দ্রে ছিল সেই সময়কে তাহার আটক বা কারাভোগ বলিয়া গণনা করা হইবে, যাহা ভোগ করিবার জন্য আদালত তাহাকে আদেশ বা দন্ড প্রদান করিয়াছে।

(৪) [*উপ-ধারা (৪)* বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বিলুপ্ত।]

৩১ ।[*সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।*]

অংশ ৭

দ্বীপান্তর দন্ডাদেশাধীন বন্দী

[1]“, বা, অন্য প্রদেশের কোনো কারাগারে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের সম্মতিতে বা কেন্দ্রীয় সরকারেরস ম্মতিতে পাকিস্তানের যে কোনো অংশে উহার দ্বারা বা উহার কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত কোনো কারাগারে” কমাগুলি ও শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[2]“উন্মাদ আইন, ১৯১২” শব্দগুলি ও কমা “উন্মাদ আশ্রয় আইন, ১৮৫৮ এর ধারা ৯,” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩২। দ্বীপান্তরের দন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দীদের আটক রাখিবার স্থান নির্ধারণ এবং সেই স্থানে স্থানান্তর।— (১) সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দ্বীপান্তরের দন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দীদেরকে যে স্থানে পাঠানো হইবে সেই স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং সরকার বা সরকারের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতিপয় কর্মকর্তা, পূর্ব হইতে অন্য অপরাধের কারণে দ্বীপান্তর ভোগরত ব্যক্তি ব্যতীত, অনুরূপ সকল ব্যক্তিকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বিলুপ্ত।]

অংশ ৮

বন্দীদের খালাস

৩৩। ক্ষমা করিবার সুপারিশকৃত বন্দীকে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে ব্যক্তিগত মুচলেকার মাধ্যমে মুক্তি প্রদান।- হাইকোর্ট বিভাগ, যেখানে কোনো বন্দীকে নি:শর্ত ক্ষমা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত মুচলেকায় মুক্ত করিয়া দেওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

অংশ ৯

বন্দীদের হাজিরা এবং তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান

বন্দীদের আদালতে হাজিরা

৩৪। এই অংশে কারাগার, ইত্যাদির বরাতের ব্যাখ্যায় সংশোধনাগারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।— এই **অংশে** কারাগার বা কারাবাস বা অন্তরীণ রাখিবার সকল বরাতের ব্যাখ্যা হিসাবে সংশোধনাগার বা সেখানে আটক রাখাকেও বুঝাইবে।

৩৫। সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজনে বন্দীকে হাজির করিবার দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা।- ধারা ৩৯ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো দেওয়ানি আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তাহার আপিল এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে, যদি উহা হাইকোর্ট বিভাগ হয়, কিংবা হাইকোর্ট বিভাগ না হইলে, অনুরূপ আদালত যে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন, তাহার আপিল এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোনো কারাগারে আটক কোনো ব্যক্তির উক্ত আদালতে বিচারাধীন কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রথম তফসিলে বর্ণিত ফরমে আদেশ দ্বারা আদালতে হাজিরের জন্য কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৬। জেলা জজ ৩৫ ধারার অধীন প্রদত্ত কতিপয় আদেশ প্রতিস্বাক্ষর করিবে।— (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৫ এর অধীন -

(ক) জেলা জজের অধস্তন কোনো আদালত কর্তৃক, বা

(খ) স্মল কজেস আদালত কর্তৃক,

বিচারাধীন কোনো দেওয়ানি মামলার বিষয়ে কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উহা কোনো অফিসারের নিকট, যাহার বরাবর উহা প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা রহিয়াছে বা যিনি উহা কার্যকর করিবেন, প্রেরণ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না উহা-

(অ) উক্ত আদালত যে জেলা জজ আদালতের অধস্তন, বা

(ই) যে জেলা জজ আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত স্মল কজেস আদালত অবস্থিত,

সেই জেলা জজের সন্মুখে উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জেলা জজের নিকট উপস্থাপিত আদেশের সঙ্গে অধস্তন আদালত বা, ক্ষেত্রমত, স্মল কজেস আদালতের বিচারকের একটি বিবৃতি থাকিবে, যাহাতে কোন্কারণে আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন তাহার উল্লেখ থাকিবে, এবং জেলা জজ, উক্ত বিবৃতি বিবেচনাপূর্বক, আদেশটি প্রতিস্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

৩৭। সাক্ষ্য প্রদান বা অভিযোগের জবাব প্রদানের জন্য বন্দীকে হাজির করিবার ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতা। - ধারা ৩৯ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো ফৌজদারি আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে তাহার আপিল এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে, যদি তাহা হাইকোর্ট বিভাগ হয়, কিংবা হাইকোর্ট বিভাগ না হইলে, অনুরূপ আদালত যে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন, তাহার এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে, অবস্থিত কোনো কারাগারে আটক কোনো ব্যক্তির ঐ আদালতে বিচারাধীন কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য বা তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রথম তফসিল বা, ক্ষেত্রমত, দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরমে আদেশ দ্বারা আদালতে হাজিরের জন্য কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অনুরূপ আদালত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নের হয়, তাহা হইলে, উক্ত আদেশ সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পেশ করিতে হইবে, উক্ত ফৌজদারি আদালত যাহার অধস্তন বা এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত।

৩৮। ব্যক্তি যেখানে আটক রহিয়াছে সেই জেলা বা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে আদেশ প্রেরণ করিতে হইবে।- যে ব্যক্তির হাজিরার জন্য এই অংশ অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, যদি আদেশ প্রদানকারী বা প্রতিস্বাক্ষরকারী আদালতের এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরের জেলায় তিনি আটক থাকেন, তাহা হইলে যে জেলায় তিনি আটক রহিয়াছেন সেই জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আদেশ প্রেরণ করিতে হইবে, এবং অনুরূপ জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট যে কারাগারে বন্দী আটক রহিয়াছেন, সেই কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

৩৯। একশত মাইলের অধিক দূরে আটক ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য স্থানান্তরের পদ্ধতি।- (১) যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন কোনো আদালতে একশত মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত কোনো কারাগারে আটক কোনো বন্দীর সাক্ষ্য প্রয়োজন হয়, এবং অনুরূপ আদালত মনে করে যে, এই অংশ অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তাহাকে স্থানান্তর করা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত আদালতের বিচারক বা সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা, যে হাইকোর্ট বিভাগের আপিল এখতিয়ারাভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেই হাইকোর্ট বিভাগের নিকট লিখিত আবেদন করিবেন, এবং যদি হাইকোর্ট বিভাগ সমীচীন মনে করেন, তাহা হইলে প্রথম তফসিলে বর্ণিত ফরমে আদেশ দ্বারা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কোনো আদেশ যে জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমানার মধ্যে বন্দী আটক রহিয়াছে সেই জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বন্দী যে কারাগারে আটক রহিয়াছে সেই কারগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

৪০। হাইকোর্ট বিভাগের আপিল এখতিয়ার সীমার বাহিরে আটক ব্যক্তি।- যখন কোনো বন্দী হাইকোর্ট বিভাগের আপিল এখতিয়ারের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরে কোনো কারাগারে আটক থাকে, তখন উক্ত আদালতের কোনো বিচারক যদি মনে করেন যে, আনীত অভিযোগের জবাব বা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উক্ত বন্দীকে উক্ত আদালতে বা তাহার অধস্তন কোনো আদালতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বন্দীকে স্থানান্তরের জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন করিতে হইবে, যাহার ভূখণ্ডের মধ্যে কারাগার অবস্থিত, এবং সরকার সমীচীন মনে করিলে

বন্দীদের প্রহরা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তর করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪১। বন্দীকে হাজির করিতে হইবে।- যে কারাগারে বন্দী আটক রহিয়াছে, সেই কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এই অংশের অধীন প্রেরিত কোনো আদেশ পৌছানোর পর উক্ত কর্মকর্তা আদেশে উল্লিখিত সময়ে বন্দীকে আদালতে হাজির করিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আদালত তাহাকে পরীক্ষা না করে এবং যে কারাগারে আটক ছিল সেখানে ফেরত নেওয়ার আদেশ প্রদান না করে, ততক্ষন পর্যন্ত আদালতের নিকটবর্তী স্থানে তাহাকে প্রহরায় আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৪২। সরকার কর্তৃক এই অংশের কার্যকরতা হইতে কতিপয় বন্দীকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।- সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণির ব্যক্তিদেরকে কারাগার হইতে স্থানান্তর না করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং তৎপরবর্তীতে, এবং উক্ত আদেশ কার্যকর থাকা পর্যন্ত ধারা ৪৪ হইতে ধারা ৪৬ এর বিধানসমূহ ব্যতীত, এই অংশের অন্যান্য বিধান উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৪৩। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যখন আদেশ প্রতিপালনে বিরত থাকিতে হইবে।— নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষেত্রে, যেমন,-

(ক) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৫, ধারা ৩৭ বা ৩৯ এর অধীন প্রদত্ত আদেশে হাজির করিবার জন্য এমন কোনো বন্দীর নাম থাকে যে, অসুস্থতা বা বৈকল্যতার জন্য স্থানান্তরের অযোগ্য, কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই কারাগার যে জেলা বা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রে অবস্থিত, তাহার নিকট লিখিত আবেদন করিবেন, এবং যদি উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উল্লিখিত বন্দীকে তাহার অভিমতে অসুস্থতা বা বৈকল্যের জন্য স্থানান্তরের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন; বা

(খ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ আদেশে উল্লেখিত ব্যক্তি বিচারের জন্য সোপর্দ থাকেন; বা

(গ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ আদেশে উল্লেখিত ব্যক্তি অনিষ্পন্ন বিচার বা প্রাথমিক অনুসন্ধানের আওতায় রিমান্ডে থাকেন; বা

(ঘ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ আদেশে উল্লেখিত ব্যক্তি যে মেয়াদের জন্য আটক রহিয়াছে, এই অংশ মোতাবেক স্থানান্তর করিবার পূর্বেই এবং আটককৃত কারাগারে ফেরত আনিবার পূর্বেই তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে;

সেই ক্ষেত্রে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদেশ প্রতিপালন হইতে বিরত থাকিবেন এবং যে আদালত হইতে আদেশ প্রেরিত হইয়াছে সেই আদালতকে এইরূপ বিরত থাকিবার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বোক্ত অনুরূপ কর্মকর্তা এই রূপ বিরত থাকিবেন না যখন,-

(ক) আদেশ ধারা ৩৭ এর অধীন প্রদান করা হইয়াছে; এবং

(খ) আদেশে উল্লেখিত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হইয়াছে, বা কোনো অনিষ্পন্ন বিচারের জন্য রিমান্ডে রহিয়াছেন বা অনিষ্পন্ন প্রাথমিক অনুসন্ধানের আওতায় রহিয়াছেন, এবং অসুস্থতা বা বৈকল্যের জন্য উহাতে হাজির হইতে হইবে না; এবং

(গ) আদেশে উল্লেখিত যে স্থানে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে, তাহার দূরত্ব তিনি যে কারাগারে আটক রহিয়াছেন সেই স্থান হইতে পাঁচ মাইলের বেশি নয়।

বন্দীদের জবাববন্দীর জন্য কমিশন

৪৪। বন্দীদের জবাববন্দীর জন্য কমিশন।- নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষেত্রে, যেমন-

(ক) যেক্ষেত্রে কোনো দেওয়ানি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তাহার আপিল এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রে মধ্যে, যদি তাহা হাইকোর্ট বিভাগ হয়, বা হাইকোর্ট বিভাগ না হইলে, অনুরূপ আদালত যে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন, তাহার এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত কোনো কারাগারে আটক কোনো ব্যক্তির ঐ আদালতে অনিষ্পন্ন কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু ধারা ৪২ বা ৪৩ এ বর্ণিত কারণে তাহাকে স্থানান্তর করা সম্ভব নয়; বা

(খ) যেক্ষেত্রে পূর্ব বর্ণিত অনুরূপ কোনো আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আদালত হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত কোনো কারাগারে আটক ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন; বা

(গ) যেক্ষেত্রে জেলা জজ, ধারা ৩৬ এর অধীন, স্থানান্তর করিবার আদেশ প্রতিস্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃতি জানান;

সেই ক্ষেত্রে আদালত, সমীচীন মনে করিলে, [1][দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮,] এর বিধানাবলির অধীন, যে কারাগারে উক্ত ব্যক্তি আটক রহিয়াছে সেই কারাগারে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিবার জন্য একটি কমিশনের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৫। হাইকোর্ট বিভাগের আপিল এখতিয়ার বহির্ভূত অধিক্ষেত্রে **বন্দীদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য কমিশন।**- যখন হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তাহার আপিল এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরে অবস্থিত কোনো কারাগারে আটক কোনো ব্যক্তির এই আদালতে বা তাহার অধস্তন কোনো আদালতে বিচারাধীন কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রয়োজন, হাইকোর্ট বিভাগ, সমীচীন মনে করিলে, [2][দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮,] এর বিধানাবলির অধীন, যে কারাগারে উক্ত ব্যক্তি আটক রহিয়াছে সেই কারাগারে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিবার জন্য একটি কমিশনের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। কমিশন যে ভাবে পরিচালিত হইবে।- ধারা ৪৪ বা ৪৫ এর অধীন কোনো ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণের জন্য প্রত্যেক কমিশন যে জেলা জজের এখতিয়ারভুক্ত স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো কারাগারে উক্ত ব্যক্তি আটক রহিয়াছে উহা সেই জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বা যেরূপ সমীচীন মনে করিবেন সেইরূপ অন্য কাহারো নিকট কমিশন কার্যকর করিবার দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

বন্দীদের নিকট কমিশন সমন জারি

৪৭। বন্দীদের নিকট কিভাবে সমন জারি করিতে হইবে।- যখন কোনো কারাগারে আটক কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোনো ফৌজদারি বা রাজস্ব আদালত হইতে সমন জারি করা হয়, কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উহার মূল কপি প্রদর্শন করিয়া এবং তাহার নিকট একটি কপি জমা প্রদান করিয়া উহা জারী করা যাইতে পারে।

৪৮। বন্দীর অনুরোধে জারিকৃত সমন প্রেরণ।- কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যাহার নিকট ধারা ৪৭ এর অধীন সমন প্রদান করা হইয়াছে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাহার নিকট জমাকৃত সমন যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জারি হইয়াছে

---

[1]"দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮," শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যা "দেওয়ানি কার্যবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[2]"দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮," শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যা "দেওয়ানি কার্যবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তাহাকে উহা দেখাইবার এবং ব্যাখ্যা করিবার ব্যবস্থা করিবেন, অত:পর তিনি সমন প্রত্যায়ন করিবেন এবং এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিবেন যে, বর্ণিত ব্যক্তি তাহার দায়িত্বে কারাগারে আটক রহিয়াছে এবং তাহাকে সমনের কপি দেখানো ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো হইয়াছে।

বিবিধ

৪৯। [*কেন্দ্রীয় আইন ও অধ্যাদেশসমূহ অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৯ এর তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।*]

৫০। খরচ জমা প্রদান।- কোনো আদালত এই অংশের কোনো বিধানের অধীন দেওয়ানি সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রদান করিবে না, যে পর্যন্ত ইহা কার্যকর করিবার খরচ এবং চার্জ (আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে) উক্ত আদালতে জমা প্রদান না করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশের জন্য আবেদনের পর যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীর বর্ণিত খরচ বহনের যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান নাই, তাহা হইলে আদালতের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কোনো প্রযোজ্য তহবিল হইতে আদালত কর্তৃক উক্ত খরচ প্রদান করা যাইবে এবং সরকার পরিশোধিত মোট ব্যয় আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ব্যক্তি হইতে [1][দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮] এর অধীন মামলার প্রদেয় খরচ আদায়ের ন্যায় আদায় করিতে পারিবে।

৫১। এই অংশের অধীন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) বন্দীদের যে আদালতে হাজির করা প্রয়োজন সেই আদালতে হাজির করিবার এবং আদালত হইতে ফেরত নেওয়ার জন্য প্রহরা এবং উক্ত হাজিরার সময় তাহাদেরকে আটক রাখা নিয়ন্ত্রণের জন্য;

(খ) অনুরূপ প্রহরার জন্য যে পরিমাণ খরচ এবং চার্জ অনুমোদন করিতে হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য; এবং

(গ) এই অংশের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিষয় প্রয়োগের নিমিত্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে পরিচালনার জন্য।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে, এবং অনুরূপ প্রকাশের তারিখ হইতে এই আইনের কার্যকরতার ন্যায় সমভাবে বলবৎ হইবে।

৫২। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য করিবার ঘোষণা প্রদানের ক্ষমতা।— সরকার, এই অংশের উদ্দেশ্যে, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, কোন্ কর্মকর্তা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৩। [*রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১০নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।*]

---

[1]"দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা "দেওয়ানি কার্যবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

প্রথম তফসিল

(ধারা ৩৫ ও ৩৭ দ্রষ্টব্য)

..... আদালত

(কারাগারের নাম লিখুন) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি।

.....-কে, এখন ..... কারাগারে বন্দী, ...আদালতে ..... ঘটিকায় ..... সনের .....তারিখে উক্ত দিনের পূর্বাহ্নে, উক্ত আদালতের নিকট বর্তমানে নিষ্পন্নাধীন একটি বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত, নিরাপদ ও নিশ্চিত আচরণের সহিত হাজির করিবার জন্য, এবং..... উক্ত আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের পর বা উক্ত আদালত তাহাকে পুণরায় উপস্থিতির আদেশ প্রদান করিলে, তাহাকে নিরাপদ ও নিশ্চিত আচরণের সহিত কারাগারে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

..... সনের ..... তারিখ

ক.খ.

(প্রতিস্বাক্ষরিত) গ. ঘ.

দ্বিতীয় তফসিল

(ধারা ৩৭ দ্রষ্টব্য)

..... আদালত

(কারাগারের নাম লিখুন) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি।

.....-কে, এখন ..... কারাগারে বন্দী, ...আদালতে ..... ঘটিকায় ..... সনের .....তারিখে উক্ত দিনের পূর্বাহ্নে, উক্ত আদালতের নিকট বর্তমানে নিষ্পন্নাধীন একটি অভিযোগের জবাব প্রদানের নিমিত্ত, নিরাপদ ও নিশ্চিত আচরণের সহিত হাজির করিবার জন্য, এবং উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পর বা উক্ত আদালত তাহাকে পুণরায় উপস্থিতির আদেশ প্রদান করিলে, তাহাকে নিরাপদ ও নিশ্চিত আচরণের সহিত উক্ত কারাগারে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

..... সনের ..... তারিখ

ক.খ.

(প্রতিস্বাক্ষরিত) গ. ঘ.

তৃতীয় তফসিল

[*রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১০ নং আইনের ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বিলুপ্ত*]